যুগান্তর

আবেদনকারী ও বোর্ডের দায় মন্ত্রণালয়ের ঘাড়ে

এমপিও তালিকায় অর্ধশত অযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ভুল তথ্য দেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিও বাতিল করা হবে -মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব

প্রকাশ : ২৬ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

মুসতাক আহমদ

পঞ্চগড়ের আটোয়ারি উপজেলার সন্দেশদীঘি নিু মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে ৩ বছরে ২০ জন জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু এমপিও নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী ৩ বছরে প্রতিষ্ঠানটি থেকে ১২০ জন পরীক্ষা দেয়ার কথা। প্রতি বছর সর্বনিু ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করতে হবে। গত ২ বছরে যথাক্রমে ৩০ ও ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। ২০১৬ সালে দু'জন পরীক্ষা দিয়ে শতভাগ পাস করেছে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হওয়ার কথা নয়। আবার একই জেলার বোদা উপজেলার ঝলইশাল শিরি ইউনিয়নের নতুন হাট টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। যদিও চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানটি থেকে ৬০ জন অংশ নেয়। তাদের মধ্যে ৫৮ জন পাস করেছে। কাগজে-কলমে প্রতিষ্ঠানটি এবার এমপিও পেয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণার পর রাতারাতি প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ইটের গাঁথুনির ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এভাবে প্রায় অর্ধশত অযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবার এমপিওভুক্ত হয়েছে। সরকারি হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠান এবং ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানও এমপিও পেয়েছে। বিএনপি-জামায়াত নেতাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও এমপিও পেয়েছে। এবারে আবেদন করা প্রায় ৭২ শতাংশ প্রতিষ্ঠান যোগ্যতা ও শর্তপূরণ করতে না পারায় এমপিও পায়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন যুগান্তরকে বলেন, আওয়ামী লীগের অনেক বড় নেতার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান যেমন এমপিও পায়নি, আবার অন্য দলের নেতাদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান এমপিও পেয়েছে। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পায়নি বলেই এমনটি হয়েছে। কেননা, সরকারের নীতিনির্ধারকরা মনে করেন, সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই এ দেশের মানুষের সন্তানরা লেখাপড়া করে। তাই শতভাগ নীতিমালা অনুযায়ীই এবার এমপিও দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, চারটি শর্ত দেখে এমপিও দেয়া হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান শর্ত অনুসরণ করেছে শুধু সেগুলোই এমপিও পেয়েছে। যখন স্বীকৃতিকে শর্তের মধ্যে আনা হয়েছে তখন ধরেই নেয়া হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবে আছে এবং সেটি ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত হচ্ছে না। তাই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বা ভুল তথ্য দেয়া প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিও পেয়ে থাকলে তা বাতিল করা হবে। একথা এমপিওর আদেশেই বলা আছে।

নতুন এমপিওভুক্তির জন্য গত বছরের আগস্টে আবেদন করে ৯ হাজার ৬১৫ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এগুলোর মধ্যে ২ হাজার ৭৩০টি প্রতিষ্ঠানকে বুধবার এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেয়া হয়। এমপিওপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের হার ২৮ শতাংশ। নীতিমালার একাধিক ধারায় ফেলে ২০৪টি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ বিবেচনায় এমপিও দেয়া হয়েছে। সেই হিসাবে ৭ হাজার ১৫টি প্রতিষ্ঠানই অযোগ্য। এসব প্রতিষ্ঠানে কাম্য শিক্ষার্থী নেই, পাসের হার নেই। আছে আরও নানা সমস্যা।

নীতিমালা অনুযায়ী চার শর্ত পূরণ করলে এমপিও পাওয়া যায়। শর্তগুলো হল- প্রতিষ্ঠানের বয়স বা স্বীকৃতির মেয়াদ, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাসের হার। প্রতিটি পয়েন্টে ২৫ করে নম্বর থাকে। কাম্য শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং স্বীকৃতির বয়স পূরণ করলে শতভাগ নম্বর দেয়া হয়। সর্বনিু ৭০ নম্বর পাওয়া প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্তির জন্য বিবেচিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই অনলাইনে তথ্য দিয়েছে। ওইসব তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা ছিল বলে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। কিন্তু এমপিও তালিকা প্রকাশের প্রমাণিত হয়েছে, তথ্য যাচাই হয়নি। এ কারণে ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত, অস্তিত্বহীন এবং জাতীয়করণ হওয়া প্রতিষ্ঠানও এমপিও পেয়েছে। এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঢাকার বাড্ডার ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ ভাড়া বাড়িতে আছে। এমন আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে। সরকারি হওয়ার পরও এমপিও পাওয়া প্রতিষ্ঠানের নাম হবিগঞ্জের মাধবপুরের শাহজালাল কলেজ।

এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, স্বীকৃতির একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ভূমিতে পরিচালনা করতে হয়। সেই সময়টা ধরেই স্বীকৃতিকে এমপিওভুক্তির শর্তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো যদি একটা সময়ের পরও ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত হয় তাহলে এর দায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের। বোর্ডের অসাধু কর্মকর্তাদের কারণে ভুলের দায় এখন নিতে হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠান এমপিওর জন্য আবেদন করায় এবার সরকার দুই বিভাগের জন্য এমপিওভুক্তি খাতে বরাদ্দ করেছিল ১১৪৭ কোটি টাকা। কিন্তু যোগ্য প্রতিষ্ঠান না পাওয়ায় মাত্র ৮৮২ কোটি টাকার (ব্যয়ে) এমপিও দিতে পেরেছে। এমপিও খাতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে ৮৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এ বিভাগে এমপিওর জন্য ৬১৪১টি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবেদন করেছিল। এর মধ্যে ১৬৫১টি স্কুল ও কলেজকে এমপিওভুক্ত করায় প্রায় ৪৫০ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ব্যয় হবে। বাকি ৪৪৯০টি প্রতিষ্ঠানই অযোগ্য। অপরদিকে যোগ্য প্রতিষ্ঠান বেশি পাওয়ায় বরাদ্দ কম থাকার পরও সবগুলোকে এমপিও দিয়েছে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ। এ বিভাগে এমপিওভুক্ত ১০৭৯টি মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের পেছনে ব্যয় হবে ৪৩১ কোটি টাকা। বরাদ্দ ছিল ২৮২ কোটি টাকা।

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, বরাদ্দ কম থাকার পরও বেশি অর্থ ব্যয়ের খাত সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে সরকার এমপিওভুক্তির জন্য বেশ আন্তরিক। যারা এমপিও পায়নি তারা যোগ্য অর্জন করতে পারেনি। তিনি বলেন, এমপিও আদেশ বাস্তবায়নকালে অস্তিত্বহীন বা তথ্য গোপন করে পাওয়া প্রতিষ্ঠান বাতিল হয়ে যাবে। এটা এমপিও আদেশে উল্লেখ আছে।

নতুন এমপিও পেয়েছে ১৪২৮ প্রতিষ্ঠান : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২৭৩০টির মধ্যে নতুন এমপিও পেয়েছে ১৪২৮টি। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন স্তর এমপিও পেয়েছে। অর্থাৎ, ওইসব প্রতিষ্ঠানের নিুস্তর এমপিওভুক্ত ছিল। নতুন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিু মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান ৪৩৯টি ও মাধ্যমিক স্তরের (ষষ্ঠ থেকে ১০ শ্রেণি) প্রতিষ্ঠান ১০৮টি। মাদ্রাসা আছে ৩৫৯টি। বাকি ৫২২টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান। ৬২টি কৃষি ইন্সটিটিউট, ৪৮টি ভোকেশনাল (স্বতন্ত্র), ১২৯টি ভোকেশনাল (সংযুক্ত), ১৭৫টি বিএম (স্বতন্ত্র), ১০৮টি বিএম (সংযুক্ত) প্রতিষ্ঠান এবার এমপিও পেয়েছে।

বিশেষ বিবেচনায় পেয়েছে ২০৮টি : তিনটি নীতিমালার শর্ত পূরণ করতে পারেনি এমন ২০৮টি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ৮৯টি উপজেলা ও থানা থেকে একটি প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্তির যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। পরে এসব উপজেলায় শর্ত শিথিল করে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০০ জন এবং স্বীকৃতি মেয়াদ দুই বছর বিবেচনায় নিয়ে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্তির ভিত্তিতে ওপরে থাকা ৫৮টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়। বাকি ৩১টি উপজেলা থেকে কোনো প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন ছিল না বিধায় সেখানে কোনো প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা যায়নি। অপরদিকে, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ে পর দেখা যায় ১৭৭টি উপজেলা থেকে একটিও এমপিওভুক্তির যোগ্যতা অর্জন করেনি। পরে এ ক্ষেত্রে বিশেষ ধারা ব্যবহার করে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৫৪টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও ৪৫টি মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করা হয়। এছাড়া দুর্গম অঞ্চলের ৫১টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়েছে।

নীতিমালায় আঞ্চলিক সামঞ্জস্যতা বিধানের জন্য শিক্ষায় অনগ্রসর, ভৌগোলিকভাবে অসুবিধাজনক, পাহাড়ি, হাওর-বাঁওড়, চরাঞ্চল, নারীশিক্ষা, সামাজিকভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় শর্ত শিথিল করার বিধান রাখা আছে। সেই বিধান প্রয়োগ করেই এসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**